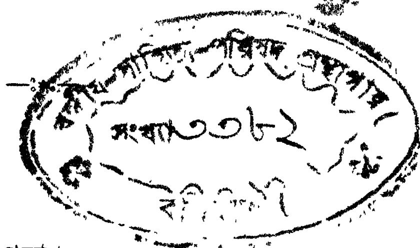
ধ্রুব

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।



প্রকাশক

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত

কটন লাইব্রেরী, বাঙ্গালা বাজার, ঢাকা।

১৩১৯

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

বাংলার

বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

চিত্রাঙ্কিত।



ঢাকা আশুতোষ প্রেস হইতে

শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার পৃষ্ঠা।

সত্যনিষ্ঠ

ধ্রুবের

পুণ্যকাহিনী

আমার

.... কে

উপহার দিলাম।

তারিখ——

স্বাক্ষর ——

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

ছেলেদের চণ্ডী (২য় সংস্করণ)	৷৶০
সর্ব্বানন্দ	৷৹০
শাক্যসিংহ	১৲
৺অদ্ধকালী	৷৶০
ভগীরথ	৷৹০
Devimahatmya—a study	৷০
নূতন প্রাথমিক পাঠ (তৃতীয় ও চতুর্থ মানের জন্য)	৷৵০
ঢাকার পুরাতন কথা (সত্বরই বাহির হইবে)	
খাসিয়া পাহাড় ও খাসিয়াদের কথা (ঐ)	

প্রাপ্তিস্থান।

ঢাকা—কটন লাইব্রেরী, হবিগঞ্জ কটন লাইব্রেরী ও

ঢাকা ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ২ পুস্তকালয়।

উৎসর্গ।

স্নেহের

সুধীর, পটু, নীহার ও শঙ্কর।

আজ তোদের হাতে 'ধ্রুব' তুলে দিলাম। তোদের ভাইয়ে ভাইয়ে এখন কত স্নেহ, কত আদর,—তোরা যেন এক প্রাণ! আমার এ দান তোরা সকলে সমান ভাগ ক'রে চিরদিন ভোগ করিস্। এ দানের সামগ্রী কত সুন্দর, ইহা ভোগ-বাসনা বিরহিত ত্যাগ মহিমায় সমুজ্জ্বল।

তোদের দল ভেঙ্গে সে দিন ধ্রুবতুল্য রাখালদাস আগে চলে গেছে। সত্য তার প্রাণের মন্ত্র ছিল। যাহা অনন্ত কালের জন্য ধ্রুব ও চিরমধুর, সেই আদর্শ সে-ই তোদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সে এখন কোথায় জানিস্। সে ধ্রুবলোকের অধিবাসী হয়েছে এবং সে অত দূর থেকে তোদের সকলকেই দেখ্‌তে পায়। তোরা তারই আদর্শ অনুকরণ ক'রে ভাল হলে সে কত খুসি হবে, মন্দ হ'লে মনে বড় ব্যথা পাবে।

তোরা সকলে ধ্রুবের মত আত্মনির্ভর ক'রে দাঁড়াতে শেখ। ধ্রুবের দেশে তোদের জন্ম, এ মাটীতেই ধর্ম্মপ্রাণ ধ্রুব জন্মায়, জগতের অন্যত্র বিরল। তোরাও চেষ্টা করলে ধ্রুব হ'তে পারবি, এই আমার বিশ্বাস।

অভিমত।

ছেলেদের চণ্ডী।

১। স্যর গুরুদাস ... ভাষা অতি সরল এবং ছেলেদের পাঠোপযোগী।

২। রাজা প্যারীমোহন ... উপদেশপূর্ণ। ভাষা অতি সরল।

৩। জষ্টিস্ মিত্র ... উপাখ্যানভাগ বেশ সুন্দর ভাবে লিখিত।

৪। মিসেস্ দে ... সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ভাষা অতি প্রাঞ্জল।

৫। স্বর্ণকুমারী দেবী ... ভাষা বেশ সহজ ও সুন্দর।

৬। হীরেন্দ্রনাথ ... চণ্ডীর গল্পাংশ আপনি বেশ চিত্তাকর্ষক ভাবে বলিতে পারিয়াছেন।

৭। মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ... ছেলেদের বেশ পাঠ্য হবে। ছবিগুলিতে তাদের মন আকৃষ্ট হবে।

৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী **এরূপ সুন্দর চিত্র অতিঅল্প বাঙ্গালা পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়।** বড়ই সুপাঠ্য।

৯। বিধুভূষণ গোস্বামী ... ভাষা গল্পের ভাষার ন্যায় সুখবোধ্য ও সরল।

১০। ভারতী ... চণ্ডীর কাহিনীটি লেখক বেশ গুছাইয়া লিখিয়াছেন।

১১। জ্যোতিঃ ... এমন বহি আর বাহির হয় নাই।

১২। প্রতিভা ... এমন সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত দুর্গা পূজার পুঁথি হাতে লইয়া যে শিশুগণ আনন্দে বিহ্বল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৩। Bengalee—Babu Atul Chandra has really made up for a keenly felt want in the Province by bringing the Chandi within the reach of a wider class of readers. The get-up of the book leaves nothing to be desired.

নিবেদন।

ধ্রুব-চরিত্র ভারতবর্ষেরই একান্ত নিজস্ব, অপূর্ব্ব সামগ্রী। ধ্রুবের বীজ মন্ত্র সীমাহীন ও অন্তহীন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ধ্রুবের আত্মসংযম, অলৌকিক কর্ম্মানুষ্ঠান, কঠোর সাধনা ও সরল বিবেক এক দিন এই পুণ্য দেশকে উজ্জ্বল ও পুলকিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন যুগে ধ্রুবের ন্যায় আরও যে শত শত ধর্ম্মবীর বালক এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! ধ্রুবের চিত্র চিরসুন্দর ও জীবন্ত, ইহা জগতের সর্ব্ব আদর্শ অপেক্ষা মহত্ত্বে শ্রেষ্ঠ। ধ্রুবের তপস্যা, ধ্রুবের প্রতিজ্ঞা, অনাদিকাল হইতে গঙ্গাধারার ন্যায় হিন্দু বালকের নৈতিক জীবনের আহার যোগাইয়া আসিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের ছায়া লইয়া সরল ভাষায় এই ধ্রুবচরিত্র রচিত হইল। বাঙ্গালার বালক-বালিকার হৃদয়ে ত্যাগ, সংযম ও স্বাবলম্বনের ভাব পুনরুদ্দীপনের জন্যই আমার এই ক্ষীণ প্রয়াস। শুধু ধ্রুব-কথা পড়িলেই ধ্রুব হওয়া যায় না, ধ্রুবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের প্রতি কথাটি প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়া সেই ভাবে

জীবনকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিলেই, ধ্রুবের মত কৃতী হওয়া যায়।

ধ্রুবলোক হইতে সেই অত্যুজ্জ্বল ধ্রুব-তারার পুণ্যালোক আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের মস্তকে ও হৃদয়ে বর্ষিত হউক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

বিদ্যাবিনোদ কুটীর,
দেবভোগ,
মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।
১৩১৮ সন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

আজ কাল অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান কালের বঙ্গীয় হিন্দু যুবক ও বালকগণকে পূর্ব্বের ন্যায় গুরুজনের প্রতি সম্মান, শিষ্টাচার, আস্তিক্য বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে দেখা যায় না। কথাটা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ইহার মূলে সত্য নিহিত আছে। অনেক মাতা পিতাকে যে সন্তানের অসদ্‌ব্যবহারে হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়া দুঃখাশ্রুমোচন করিতে হয়—অনেক আত্মীয়কে সন্তপ্ত হইতে হয়—ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যাহারা বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের ভবিষ্যৎ আশারস্থল তাহাদিগের মধ্যে এরূপ ভাবের উদয় ও প্রসার কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। ইহার প্রতীকারের জন্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই যত্নপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রতীকার করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করা উচিত যে, এই অবাঞ্ছনীয়, অনর্থপ্রসূতি, লোকবিদ্বিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল-ভাবের মূল কোথায়। মূল নির্ণয় করিতে না পারিলে প্রতীকার অসম্ভব। 'বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারম্ভঃ প্রতীকারস্য'—* মহাকবির এই অনর্ঘ উক্তির সারবত্তা কে না স্বীকার করিবে?

তরলমতি বালক ও যুবকদিগের এইরূপ মতিপরিবর্ত্তন ও

---

* বিকারং খলু...বিকারের স্বরূপ প্রকৃত ভাবে অবগত না হইলে প্রতীকারের আরম্ভ হইতে পারে না।

ব্যবহারবৈষম্য, কেন হইল এ কথা যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে বর্ত্তমান সময়ে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা পদ্ধতি ইহার একমাত্র মূল না হইলেও প্রধান মূল। প্রাচ্য ভূমিতে প্রতীচ্য শিক্ষার বীজ বপন করিয়া আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই। এবং না হইবার কারণও যথেষ্ট আছে। যে দেশে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে ব্যক্তিমাত্রেরই দৈনন্দিন কার্য্যাবলি ধর্ম্মসাধনোদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট, ধর্ম্মই পরলোকে প্রধান সহায় বলিয়া পরিগণিত, পার্থিব সুখসম্ভোগ ক্ষণিক ও অকিঞ্চিৎকর, অতএব ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা পূতচিত্তে শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানলব্ধ পুণ্যফলে উত্তরোত্তর চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন, তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুশীলন ও ঈশ্বরের প্রতি অহেতুকী ভক্তি সাধন দ্বারা অপবর্গ সিদ্ধিই মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে অঙ্গীকৃত, সেই দেশে ধর্ম্মানু-শীলনসম্বন্ধবর্জ্জিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন, এবং বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে সকলকেই একত্র একবিধ শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। সাম্যবাদ ঈদৃশ শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল।* অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত তরলমতি যুবকগণ এই সাম্যবাদের উপাসক হইয়া গুরু-লাঘববুদ্ধি ত্যাগ করিতেছে, শ্রদ্ধা ভক্তিহীন হইতেছে, কাল ও শিক্ষার পরিবর্ত্তন প্রভাবে পূর্ব্বপুরুষাচরিত আচারপদ্ধতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, এবং দেশের ও স্বজাতির অতীত গৌরবের পুণ্য ইতিবৃত্তে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে না। প্রত্যুত দেশের অতীত গৌরবের বৃত্তান্ত কবিকল্পনাপ্রসূত, অতিরঞ্জিত, অলীক

* ভেদবুদ্ধির তিরোধান দ্বারা সর্ব্বভূতে তুল্য দর্শন লাভ করা সকলের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে, শমদমাদি সম্পন্ন মহাত্মারাই এইরূপ উচ্চজ্ঞান লাভের অধি-কারী। এই জন্যই শাস্ত্রে অধিকার ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপাখ্যানমাত্র মনে করিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও হতাদর হইতেছে। তাহারা ইহা একবারও মনে ভাবে না যে, যে জাতি স্বীয় অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিমান্ নহে, সে জাতির ভবিষ্যত্ নিরালোক ও নিবিড় নৈরাশ্যান্ধকারে আবৃত।

কালচক্রের অনিবার্য্য আবর্ত্তনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। এই সম্মিলনের ফল যাহাতে উভয়ের পক্ষে শুভাবহ হয় তাহা দেশের মঙ্গলকামী চিন্তাশীল মনীষিগণের ভাবিবার বিষয়। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ ও তৎপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন ও সিদ্ধান্তোন্নয়ন এই ক্ষুদ্র ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে। তথাপি যে পুস্তকের ভূমিকা লিখিত হইতেছে তাহার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা বলা উচিত যে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ও সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিবর্ত্তন ও সংস্কার এরূপভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত যে বঙ্গীয় হিন্দু বালক ও যুবকদিগের স্বজাতির অতীত গৌরব ও মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, পূর্ব্বাচরিত আচারের অনুষ্ঠানে একাগ্রতা জন্মিতে পারে, স্বধর্ম্মে অনুরাগের উন্মেষ হয়, আপাতসুখানুসন্ধানতৎপরতাপরিহার, ধর্ম্মার্থে আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। তাহারা যেন

শ্রেয়ান্ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। *
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

এই মহাবাক্যের অনুসরণ ও সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে।

---

* শ্রেয়ান্…স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধন প্রাপ্ত হওয়াও মঙ্গল। পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

এই সকল উন্নতভাব মানবের অন্তঃকরণে আজন্ম নিহিত থাকে কিন্তু ভাবগুলি অতি শৈশবে প্রসুপ্ত ও নিমীলিত অবস্থায় থাকে। কৌমারই সেগুলিকে প্রবোধিত করিবার প্রকৃষ্ট কাল। এই জন্য মাতা পিতা ও অন্য গুরুজন বালকের হৃদয়ে এই ভাবের উন্মেষণের জন্য যত্নপর হইবেন, তাহার সম্মুখে সদ্‌দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন। প্রবল অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তির বশে বালক জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সেই উন্নত আদর্শ ও দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে থাকিবে; এবং অনুকূল অবস্থার সহায়তায় জীবনে সেই আদর্শ প্রতিবিম্বিত করিতে সমর্থ হইবে। উন্নত মহাপুরুষদিগের অবদানোজ্জ্বল ইতিবৃত্ত মাত্রই আদর্শরূপে নির্ব্বাচিত ও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে সত্য কিন্তু স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় মহাপুরুষদিগের কার্য্যপরম্পরা যেরূপ অনায়াসে অনুকৃত ও অনুসৃত হইতে পারে ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নজাতীয় মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অবস্থা ও দেশাদিগত বৈষম্য হেতু সেরূপ বিম্বানুবিম্বভাবে প্রতিফলিত করা করা না।

এই হেতু রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি বর্ণিত মহাপুরুষদিগের চরিতাবলম্বনে চিত্তহারী সরস উপাখ্যানাদি উপনিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় হিন্দুবালকগণের সম্মুখে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করা কর্ত্তব্য। কোমলমতি বালকগণ এই সকল উপাখ্যান পাঠ করিয়া সদ্‌গুরুর উপদেশে মহাপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, স্বধর্ম্মে আস্থাবান্, বিনয়ী, গুরুজনে ভক্তিমান্ ও ভগবদ্‌ভক্ত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়। এই মহোদ্দেশ্য সাধনে পিত্রাদি অভিভাবকের, শিক্ষকের, গ্রন্থকারের ও রাষ্ট্রাধিপতির গুরু কর্ত্তব্যভার আছে ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

সুখের বিষয় যে বালকদিগের হৃদয়ে স্বধর্ম্মপ্রিয়তা, ঈশ্বরে পরানুরক্তি,

ভূতানুকম্পা, মনুষ্যত্ববুদ্ধির উদ্রেক, আত্মসম্মানবোধ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, অদম্য অধ্যবসায়, সঙ্কল্পিতার্থ সিদ্ধির জন্য অসীমক্লেশসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিচয়ের উদ্‌বোধন, বিকাশ ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "ছেলেদের চণ্ডী", "সর্ব্বানন্দ" প্রভৃতি কতক-গুলি সুখপাঠ্য মনোরম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। "ধ্রুব" ও এই শ্রেণীর পুস্তক। এই পুস্তকে পুরাণবর্ণিত একটি উন্নত আদর্শ বালক-দিগের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। বিমাতার সাবজ্ঞ তিরস্কারে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর হৃদয়ে যে আত্মসম্মান বোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই আত্মসম্মান-বোধের প্রেরণায় বালক কি অসাধ্য সাধন করিয়াছিল; অভীপ্সিত অর্থের সিদ্ধির পথে বিদ্যমান নানাবিধ দুরতিক্রম বাধা ও দুর্ব্বিষহ ক্লেশ পরম্পরার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিত চিত্তে সিদ্ধির মার্গে কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল এবং অসহায়ের সহায় শ্রীহরির কৃপায় পূর্ণমনোরথ হইয়া এই তেজঃপূর্ণ বাক্যের সত্যতা

নান্যদত্তমভীপ্সামি স্থানমম্ব স্বকর্ম্মণা। *
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ ন প্রাপ পিতা মম॥

সম্পাদন করিয়া মনস্বিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও স্বাবলম্বনের যে সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার উপমা দুর্ল্লভ। গ্রন্থকার সুললিত ও সুখবোধ্য ভাষায় বর্ণিত এই চিত্র বালকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া দেশের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। এবং বালকের প্রথম শিক্ষয়িত্রী জননীর যে উন্নত চিত্র প্রসঙ্গক্রমে প্রদর্শন করিয়াছেন

* নান্যদত্তম্...মা আমি অন্যের দত্ত কিছুই চাহি না। আমি স্বকর্ম্মদ্বারা এমন স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতা প্রাপ্ত হন নাই।

বঙ্গের গৃহে গৃহে সেই চিত্র ফুটিয়া উঠুক:ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা। ভক্তবৎসল বিশ্বপতি অধোক্ষজের কৃপায় বঙ্গের প্রত্যেক জননী তাঁহার সন্তানকে

সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ। *
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥

ঐ সদুপদেশ দ্বারা মানুষ করিয়া তুলুন। ইতি।

ঢাকা কলেজ,
১০ই বৈশাখ,
১৩১৯ সন।

শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী।

---

* সুশীলোভব···বৎস, তুমি সুশীল ও ধর্ম্মাত্মা হও এবং সকলের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন ও প্রাণিসমূহের মঙ্গলসাধনে রত হও। জল যেরূপ নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, সম্পদও সেইরূপ গুণাকৃষ্ট হইয়া সৎপাত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

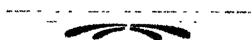
সূচী।

চিত্র।



মধুবন, বর্ত্তমান দৃশ্য।

ধ্রুব।



অনাদর।

সিংহাসনে বসিবারে মনে কর সাধ।
আরাধনা কর তবে গোবিন্দের পাদ ॥
এই দেহ ত্যজি যবে মোর পুত্র হবে।
তবে সিংহাসনোপরে বসিতে পাইবে ॥

প্রতিজ্ঞা।

শুনিয়া মায়ের কথা কৈল নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে যায় দুখের কুমার ॥

কাশীরাম।



উপক্রমণিকা।

আজ আমি তোমাদের কাছে হরিভক্ত ধ্রুবের পুণ্য কাহিনী বলিব। এই কথা মৈত্রেয় নামে এক মুনিঠাকুর যোগপরায়ণ বিদুরকে বলিয়াছিলেন।

সে আজ কত কালের কথা। ব্রহ্মার অংশ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হয়। শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই রাজ্যশাসন করিতেন। কিন্তু সেই সত্যযুগে

ইহাঁরা দুই ভাই যে কোথায় রাজত্ব করিতেন তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। বোধ হয়, বর্ত্তমান পঞ্চনদের কোন স্থানে ইহাঁদের রাজ্য ছিল।

গৌরবময় আর্য্য সভ্যতার শুভ দিনে দেশের অবস্থা যে কত মনোরম ও উন্নত ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠ করিলে তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে পারা যায়। উপরোক্ত গ্রন্থনিচয় হইতে তোমরা আমাদের দেশের যে উজ্জ্বল ও পবিত্র চিত্র দেখিতে পাইবে সেই চিত্রে ও বর্ত্তমান চিত্রে কত প্রভেদ! 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'র, সেই অপূর্ব্ব শোভা সম্পদ আর নাই। তখন যে দিকে চাহিতে সেই দিকেই শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়া মনপ্রাণ জুড়াইত। সেকালে

লোকের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মভাব, লোক শিক্ষা, অনেক উন্নত ও উচ্চ ছিল। তখন ভারতবর্ষের চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত সুসভ্য ভারতবাসীর হৃদয় মনও যেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কোনও দেশের বহিঃপ্রকৃতি সুন্দর হইলে সেই দেশের অধিবাসীর হৃদয় মনও অনেক বিষয়ে সুন্দর হইবে ইহা স্বাভাবিক।

সেই সময়ে এক সুবিপুল অনাবিল শান্তি ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত মনে বেদ-পাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন, আশ্রমে মুনিঋষিগণ নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তিতে দিন কাটাইতেন। তপোবনের চারিদিকে শ্যামল ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য ফলিত, হোমানলের ধূম আকাশে উত্থিত হইত। জীবের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্রি ভগবানের

চিন্তা করাই মুনি-ঠাকুরদের কাজ ছিল। তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য ও হিংসার অতীত ছিলেন। স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, অভ্রভেদী ধূম্রবর্ণ পাহাড়, শ্যামল শস্যক্ষেত্র তখন ভারতবর্ষের বাহিরের দিককে যেমন মনোরম করিয়া রাখিয়াছিল, আশ্রমবাসী মুনিঋষিদের জ্ঞানালোচনা ও পুতচরিত্রের ফলে অন্তরের দিক দিয়াও ততোধিক সমুন্নত হইয়াছিল।

রাজকুমার ধ্রুবের চরিত্র ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-পরায়ণতার উজ্জ্বল নিদর্শন। ভারতের শিশুও যে ধর্ম্মকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিত ইহাতে তাহারই আদর্শ পাওয়া যায়। আমরা আজ সেই ধ্রুবের উপাখ্যানই তোমাদিগকে বলিব।

অনাদর।

উত্তানপাদ রাজার দুই রাণী। এক জনের নাম সুনীতি ও অপরের নাম সুরুচি। রাজা ছোটরাণী সুরুচিকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহারই কথামত সর্ব্বদা চলিতেন। সুনীতি পাটরাণী হইলেও তাঁহার অদৃষ্ট ভাল ছিল না। তোমরা অনেকেই উপকথায় সুয়ো ও দুয়ো রাণীর গল্প পড়িয়াছ, এখানেও তাহাই হইয়াছিল। সুরুচি সুয়ো, আর সুনীতি দুয়ো রাণী ছিলেন।

এই সুয়ো রাণী সুরুচির গর্ভে রাজার এক পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম উত্তম। সুনীতি রাণীরও এক পুত্র ছিল, তাহার নাম ধ্রুব। মহাপুরুষদিকের শরীরে যেমন শুভ

লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়, জন্ম সময়ে ধ্রুবের শরীরেও সেইরূপ নানা শুভ লক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

নবোদিত শশীকলার ন্যায় ধ্রুব মাতৃ-অঙ্কে বাড়িতে লাগিল, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার তরুণ প্রাণে নানা সদ্ভাবের বিকাশ হইতে লাগিল। ধ্রুব দেখিতে খুব সুন্দর ছিল, তাহার দেহ-কান্তি শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ ছিল। তাহার টানা চোখ দুটিতে যেন অমিয়া মাখান ছিল, ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলরাজি তাহার মুখখানিকে যেন কৃষ্ণপটে অঙ্কিত শুভ্র দেবমূর্ত্তির ন্যায় উজ্জ্বল ও মধুর করিয়া রাখিয়াছিল।

এই সুন্দর মূর্ত্তির ভিতরে যে হৃদয়টি ছিল তাহা তুলনা রহিত। সে হৃদয়ের বিমল সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া সকলেই পুলকিত হইত। ধ্রুবকে যে দেখিত সে-ই মনে করিত,

তাহারা মুখের ছবিতে এমন ভাবে হৃদয়ের অভিব্যক্তি ত আর কোথায়ও দেখে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজা উত্তানপাদ ছোট রাণীর বড় বাধ্য ছিলেন। তিনি উত্তমকেই খুব ভালবাসিতেন, তাহাকে কোলে করিয়া আদর যত্ন করিতেন। কিন্তু ধ্রুবকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেন না। উপেক্ষিতা জননীর সন্তান বলিয়া ধ্রুব পিতার স্নেহ ও আদর হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত ছিল।

একদিন রাজা সিংহাসনে বসিয়া প্রিয় পুত্র উত্তমকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময়ে সরলপ্রাণ ধ্রুব ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক শিশুকে কোলে বসিয়া থাকিতে দেখিলে অপর শিশুরও তখন কোলে উঠিতে ইচ্ছা হয়। ধ্রুবেরও বড় ইচ্ছা হইল সেও পিতার কোলে উঠে। তাই

সে উত্তমের মত আদর পাইবার প্রত্যাশায় পিতার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইবার নয়। তখন জ্বলন্ত পাবকশিখার ন্যায় রাণী সুরুচি আসিয়া রাজা ও ধ্রুবের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। ক্রোধে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। সতীনের ছেলে বলিয়া ছোট রাণী ধ্রুবকে দেখিতে পারিতেন না। বিমাতার এই ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া ধ্রুব বিচলিত হইল। রাজা উত্তানপাদ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর কুমার উত্তম পিতৃ-কোল হইতে ভাইয়ের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। রাণী সুরুচি তখন ক্রোধ-কম্পিত স্বরে ধ্রুবকে বলিলেন,—

"ওরে ধ্রুব, তুই রাজপুত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তুই ত আমার ছেলে নস্ যে রাজসিংহাসনে উঠিবি ও রাজার কোলে বসিবি?



অনাদর।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

তুই সুনীতির ছেলে, তোর এত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন? যদি সত্যই তোর রাজ-সিংহাসনে বসিবার সাধ হইয়া থাকে, তবে তুই তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে আমার গর্ভে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর।”

বিমাতার তিরস্কারে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুব পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া মায়ের নিকট ছুটিয়া গেল। ক্রোধে ও অভিমানে তাহার লাল টুক্‌টুকে ঠোঁট দুইখানি ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। স্ত্রৈণ রাজা কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখে কথা সরিল না।

অন্তরীক্ষে দেবতারা সুরুচির এই দুর্ব্বাক্য শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। ভক্ত ধ্রুবের জন্য হরির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু একি? রাজা উত্তানপাদ শিহরিয়া উঠিলেন কেন?

রাজা দেখিলেন তাঁহার চিদাকাশে যেন এক দিব্য অলৌকিক মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। এই মূর্ত্তির কি মধুর রূপ, ইনি কি সৌম্যদর্শন! রাজা তখন চিনিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এই মূর্ত্তি বিষ্ণুর। বিষ্ণু যেন রাজাকে বলিতেছেন,—

"রাজন্, এই কি তোমার পুত্রের প্রতি স্নেহ ও মমতা? কি দোষে তুমি আপন পুত্রকে অনাদর করিলে? যে সন্তান-বাৎসল্য পশু-পক্ষীরও ধর্ম্ম, আজ তুমি মানুষ হইয়া কেন সে ধর্ম্মচ্যুত হইলে? এই ধ্রুব, যাহাকে তুমি আজ অনাদর করিলে, সে সত্য, সে নিত্য, তাহার জয় জয়কারে আব্রহ্মাণ্ড নিনাদিত হইবে। রাজন্, তুমি ধ্রুবকে ছাড়িয়া অধ্রুবের সেবা করিয়া নিজেকেই অবনত করিলে!"

ধ্রুব

রাজা উত্তানপাদ তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে এই তিরস্কার-বাণী অনুভব করিতে পারিয়া চিন্তা মগ্ন হইলেন,—তাঁহার ললাট দেশ ভাবনার অভিব্যক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।



প্রতিজ্ঞা।

ধ্রুবের মুখখানি মলিন দেখিয়া সুনীতির বড় কষ্ট হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পুত্র কাহারও উপর রাগ করিয়াছে, তাই অভিমানে তাহার রাঙ্গা ঠোঁট দুইখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া এক-দৃষ্টে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া স্নেহ স্বরে বলিলেন,—

"বাবা, তোমার মুখ এত মলিন কেন? কে তোমাকে কটু কথা বলিয়াছে?"

মায়ের আদরে শিশুর উদ্বেল হৃদয়ের শোকভার আরও বাড়িয়া উঠিল।

ধ্রুব মাতাকে বিমাতার তিরস্কারের কথা

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া সুনীতির বড়ই দুঃখ হইল। সপত্নীর শেলসম বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার আয়ত লোচন দুটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—

"এ আমার অদৃষ্ট-লিপি। তাই আমি পাটরাণী হইয়াও আজ নগণ্য দাসদাসী হইতেও অধম হইয়াছি। আর আমার এই পোড়া গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই আমার সোনার চাঁদ ছেলে ধ্রুবের প্রতি রাজা ও ছোট রাণীর এই দুর্ব্যবহার।" কিন্তু পাছে ক্ষুদ্র শিশু অধিক ক্লেশ পায় এজন্য তিনি নিজের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া ধ্রুবের উদ্বেল হৃদয় শান্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—

"বৎস, দুঃখ করিয়া কি ফল? অন্যে অনিষ্ট করিল, কি দুঃখ দিল, এরূপ ভাবিও না,

কারণ নিরপরাধীকে কেহ দুঃখ দিলে পরিশেষে দুঃখদাতা নিজেই সেই দুঃখ ভোগ করে। বাবা, সুরুচি সত্যই বলিয়াছেন যে, তুমি মন্দভাগ্য! তুমি হতভাগিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়াই তাঁহার নিকট গভীর অপ্রীতিভাজন হইয়াছ। স্বামী ও সপত্নী আমাকে দাসী বলিয়া স্বীকার করিতেও হয়ত লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু তবু আমি এই রাজস্বামীরই পত্নী এবং তুমি তাঁহারই সন্তান। কিন্তু বৎস ধ্রুব, ইহা নিশ্চয় জানিও, এ সংসারে সকলেই কিছু রাজ্যৈশ্বর্য্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে না; পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যবলে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়মিত হয়, এবং বুদ্ধিই জীবের সম্পদ লাভের প্রধান উপায়। তুমি যদি রাজসিংহাসন ও পিতার স্নেহ লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সুশীল ও ধর্ম্মাত্মা হও এবং সেই ইন্দ্রিয়াতীত

পরম পুরুষের পাদপদ্ম ধ্যান কর। ভগবান্ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া এই সৌরজগৎ পালন করিতেছেন। মুনি-ঋষিগণ সাধনা দ্বারা মন-প্রাণ জয় করিয়া তাঁহারই সেবা করেন। সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মাও তাঁহার সেই চরণকমল আশ্রয় করিয়াই স্বীয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি আত্মপর ভেদ বিসর্জ্জন করিয়া সকলকে ভালবাস ও সর্ব্বজীবের মঙ্গল সাধন করিতে যত্নবান্ হও। তিনি ভক্তবৎসল। সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহই তোমার এই মনোদুঃখ দূর করিতে পারিবেন না।"

মায়ের এই কথা শুনিয়া ধ্রুব বলিল,—

"মা, তোমার উপদেশ মত কাজ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বিমাতা সুরুচির গর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই বলিয়া আমি পিতৃ-সিংহাসনে অধিকারী নই, বেশ মা, তাহাই

হউক। আমি পিতৃ-সিংহাসন চাই না—পরের অনুগ্রহকে আমি তুচ্ছ মনে করি—আত্মশক্তি দ্বারা আমি এমন সিংহাসন লাভ করিব যাহা আমার পিতাও পান নাই।”

ভক্তবৎসল হরির সাক্ষাৎ পাইবার জন্য এখন ধ্রুবের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুবের কেমন তেজ! ধ্রুবের হৃদয় ক্ষাত্রতেজে অনুপ্রাণিত, ক্ষুদ্র বালক হইলে কি হয়, সে অপমান সহ্য করিবে না। এমন না হইলে কি মানুষ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে! কেবল কাঁদিয়া সান্ত্বনা লাভ করা বীরের ধর্ম্ম নয়। বীর বালক প্রতিজ্ঞা করিল, **সে পরের অনুগ্রহ চায় না, আত্মনির্ভর করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিবে।**

ধ্রুব

তোমরা এ কথাটা একবার ভাল করিয়া শিখিয়া রাখ। শুধু কাঁদিলে, 'হা হতোঽস্মি' করিলে আত্মশক্তি দ্বারা জীবনকে কখনই সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় না। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভাবেই মানবের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়া থাকে।

ধ্রুব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মায়ের কোল ছাড়িয়া হরির অন্বেষণে অন্ধকার বন-পথে বাহির হইল।

রাত্রিকাল, গভীর বন। আলোকের রেখা মাত্রও দেখা যায় না। ধ্রুব আজ নির্ভয় হৃদয়ে এই সময়ে এই বন দিয়া হরিনাম করিতে করিতে চলিল। সে আজ এই অতুল বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়াছে—অনন্যমনে হরিকে ডাকিলে সে তাঁহাকে পাইবে। তাই দুধের ছেলে ধ্রুব আজ রাজ্য চায় না, ধন চায় না,

যশঃ চায় না, সে চায় একমাত্র হরির অক্ষয় পদ। ভিতরে ও বাহিরে এইরূপে অনুপ্রাণিত হইয়া পাঁচ বৎসরের বালক ধ্রুব জগৎ ভুলিয়া, নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া, কেবল হরির ধ্যান ও ধারণাই জীবনের সার করিল। তাহার তেজ ও আত্মনির্ভরতার বিষয় অবগত হইয়া বনের মুনিঋষিরাও বিস্মিত হইলেন। সেই গহন বনে বৃক্ষ, লতা, ফুল ফল, যাহা কিছু দেখিতে পায় তাহাকেই ধ্রুব জিজ্ঞাসা করে, 'তুমিই কি আমার হরি। বল, বল, তুমিই কি আমাকে জগৎপূজ্য পদ দিতে পারিবে?'

স্তব।



মন্ত্রলাভ।

নিষ্ঠা দেখি মুনি মন্ত্র দিলেন ধ্রুবেরে।
অষ্টাদশ উপাসনা করালেন তারে।

সংগ্রাম।

হুহুঙ্কার করে সবে একত্র হইয়া।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে ধ্রুব কাছে গিয়া॥
কোনরূপে ধ্যান ভঙ্গ করিতে না পারে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া ধ্রুব কৃষ্ণ ধ্যান করে॥

কাশীরাম।

মন্ত্রলাভ।

ধ্রুব ক্রমশঃই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। হরির ধ্যানে তাহার হৃদয়ের মলিনতা ধুইয়া গিয়াছে। তন্ময়চিত্ত, তদ্গত-প্রাণ ভক্তের পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্ম পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না। এবার ধ্রুব মহাপুরুষের নিকট হইতে বীজমন্ত্র লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইবে।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। ধ্রুবের বিষ্ণু ভক্তিও দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক দিন ঋষি নারদ সেই বনে আসিয়া ধ্রুবকে দেখা দিলেন।

নারদ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধ্রুবের মস্তক ছুঁইয়া কহিলেন,

'বৎস! তুমি রাজপুত্র। একাকী তুমি এই গহন কাননে কেন আসিয়াছ? তোমার বাহিরের ভাব দেখিয়া আমার মনে হইতেছে তুমি অভিমান করিয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়াছ। তুমি ক্ষুদ্র শিশু। কোথায় তুমি সাথীদের সহিত ধূলা-খেলা করিয়া সুখী হইবে, না তুমি আজ অভিমানের বোঝা মাথায় লইয়া এই ভীষণ বনে আসিয়াছ। বাবা, বালকের মানই কি, আর অপমানই কি? সংসারে জীবমাত্রই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখের অধীন হয়, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মানাপমান অনুভব করিলেও তাহাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হওয়া বিধেয় নহে; কারণ মায়াবশতঃই মনের ঐরূপ বিকার জন্মিয়া থাকে। তুমি নিজ জননীর উপদেশ মত যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে ইচ্ছা

করিয়াছ, তাহা সহজসাধ্য নয়। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণও হাজার হাজার বৎসর কঠোর যোগ দ্বারাও তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন না। অতএব বৎস, তুমি এই উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।"

ধ্রুব কহিল, –

"হে মহর্ষি! এ পন্থা কণ্টকপরিপূর্ণ, প্রতিপদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, আর আমার মত ক্ষুদ্র বালকের পক্ষে এই পথে বিচরণ করা অসম্ভব ইহা সমস্তই বুঝি। কিন্তু দেব, আমি ক্ষত্রিয়, বিমাতার বাক্য বাণে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আপনার কথা মত আমি কাজ করিতে পারিব না। যাহা পূর্ব্বে কেহ পান নাই, আমি একমাত্র সেই পদ চাই। কি করিলে আমি তাহা পাইতে পারিব আমাকে তাহারই উপায় বলিয়া দিন্।

আমার আর কিছু প্রার্থনা নাই। উপায় জানিতে পারিলে আমি আত্ম-শক্তিতে উহা লাভ করিব।'

এই তেজ ও আত্মক্ষমতার উপর একান্ত বিশ্বাসই ধ্রুবের চরিত্রকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

নারদ ঠাকুর ধ্রুবের বাক্য শুনিয়া খুব খুসি হইলেন। তিনি কহিলেন,—

"যদি তুমি সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে অভিলাষ কর, তবে যিনি অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম, যিনি সমস্ত শিব ও অশিবের মূলে, একমাত্র সেই দয়াময় হরির পাদ-পদ্মই আরাধনা কর।"

হরির আরাধনার কথা শুনিয়া ধ্রুবের চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—

'আচ্ছা, ঠাকুর, হরি আমার কোথায় থাকেন। তাঁহার সঙ্গে কোথায় দেখা হইবে ?



মন্ত্রলাভ।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

তাঁহার আকৃতি কেমন ?' হরিপূজার পদ্ধতি সরল ভাবে বলিতে যাইয়া নারদ ঋষি বলিলেন,—

"বৎস, শ্রীহরি সর্ব্বদা মধুবনের নিকটে থাকেন। যমুনাতীরে এই মধুবন। তুমি প্রথমে পুণ্যসলিলা যমুনায় স্নান করিয়া পিতৃ-পুরুষদের তর্পণ এবং দেবতাদিগের পূজা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া যোগাসনে বসিবে। নিয়মিত দিনে উপবাস করিতে হইবে,—ফল মূলের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইবে,—সংযম দ্বারা মনের সমস্ত বিকার দূর করিয়া বুদ্ধিকে ব্রহ্মে আরোপ করিবে। পরে তিন প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের চঞ্চলতা দূর করিয়া সংযত ও বিশুদ্ধ চিত্তে শ্রীহরির ধ্যান করিবে। শাস্ত্রোক্ত নিয়মে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে দেখিবে ভক্ত-

বৎসল শ্রীহরি হাসি মুখে বরদানের জন্য তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।

তাঁহাকে কি করিয়া জানিবে ? তাঁহার মুখ-কমল ও নয়নে নিয়তই হাসি খেলিতেছে, নাসিকা সুশ্রী, ভ্রূযুগল অতি মনোরম এবং গণ্ডস্থল কোমল ও সুন্দর। দেবতাদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুন্দর ও মনোহর আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুকোমল, অধরোষ্ঠ লালবর্ণ; তিনি নীল কলেবর। তাঁহার গলায় বনমালা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ূর ও বলয় এবং গলদেশে কৌস্তভ রত্নের অপরূপ প্রভায় চারিদিক আলোময় হইয়া উঠিবে।

বৎস, তিনি পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন, তাঁহার নিতম্ব দেশে সুবর্ণ মেখলা এবং চরণ

কমলে স্বর্ণ নূপুর কত সুন্দর। তাঁহার মধুর মৃদুমন্দ হাস্য দেখিয়া ভক্তের প্রাণে ভক্তিরস উথলিয়া উঠে।

ধ্রুব, তুমি শ্রীহরির সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আপন অভিষ্ট লাভে সমর্থ হও, ইহাই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

আর একটি কথা। তোমাকে মন্ত্র দিতেছি— 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্র সাত রাত্রি হৃদয় মধ্যে জপ করিলে শ্রীহরি তোমার নয়ন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এই মন্ত্র জপ করিয়া জল, পবিত্র মাল্য, বন্য ফল, তুলসী প্রভৃতি বিবিধ বস্তু দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে।'

ধ্রুব হরিপূজার প্রণালী শিখিয়া লইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করিল। তার পর

বালক সেই বন হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে যমুনা নদীর তীরে পবিত্র মধুবনে গমন করিল। দেবর্ষি একবার ক্ষুদ্র বালকের অপূর্ব্ব প্রতিভাব্যঞ্জক মুখের দিকে ও অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা একবার তাহার উন্নত হৃদয়ের দিকে চাহিতেই তাঁহার পবিত্র মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবর্ষি বুঝিলেন, এই ক্ষুদ্র শিশু নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে। তিনি ধ্রুবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বীণায় হরিগুণ গান করিতে করিতে আকাশে কোথায় মিলিয়া গেলেন।



প্রথম

দৃশ্য

সংগ্রাম।

নানাজাতীয় বৃক্ষে সুশোভিত এই মধুবন। কুলু কুলু তানে খরস্রোতা কালিন্দী ছুটিয়া চলিয়াছে। সেখানে জন মানবের কোলাহল নাই, কেবল বিহঙ্গের কূজন ও বায়ুর তাড়নায় নদীর কলকল্লোল সেই স্থানকে শব্দিত করিতেছে। বনের চারিদিকে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ স্বচ্ছন্দ মনে বিচরণ করিতেছে। কোথায়ও পুচ্ছবিস্তার করিয়া ময়ুর নৃত্য করিতেছে। শুষ্ক পত্র ও কত গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেই বনের নিম্ন দেশ ঢাকিয়া গিয়াছে, উর্দ্ধদেশ শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে, সে শোভা

কি ভীষণ মধুর! আরণ্য পথ অতি দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ। সেই পথশূন্য আলোশূন্য নিবিড় বনের বিভীষিকাময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে কুসুম পল্লবযুক্ত লতা ও শ্যামল পত্রাবলীর কোমল সৌন্দর্য্য স্থানটিকে স্বর্গের ন্যায় মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

ঐ দেখ অভিমানী ধ্রুব মধুবনের দিকে আসিতেছে। তাহার দেহের উজ্জ্বল কান্তিতে চারিদিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কচি শিশু নিখিলের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্তির আশায় তপস্যার জন্য বিপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করিল। দেবর্ষির নিকট হরি-মন্ত্র লাভ করিয়া ধ্রুব এখন 'কোথা তুমি হরি, কোথায় আমার হরি' এই কথা বলিতে বলিতে অরণ্যের ভিতর চলিল। পদ্মপলাশলোচন হরি আজ তাহার সরল হৃদয় পূর্ণ করিয়া বসিয়াছেন।

ধ্রুব

মহর্ষি নারদের উপদেশ মত হরিমন্ত্রে দীক্ষিত ধ্রুব যমুনার জলে স্নান করিয়া উপবাসী রহিল, এবং একটি বড় গাছের নীচে পূতচিত্তে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। কেবল দেহরক্ষার জন্যই তিন দিবস পর সে একটি বদরী ফল খাইত। এইরূপে একমাস চলিয়া গেল। দ্বিতীয় মাসে সে প্রতি ষষ্ঠ দিবসে তৃণ বা পত্র আহার করিয়া শীর্ণদেহে হরিকে ডাকিতে লাগিল। তাহার শরীর দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল। তৃতীয় মাসে নয়দিন অন্তর একবার মাত্র শুধু জলপান করিয়া সমাধিযোগে বিষ্ণুকে ভাবিতে লাগিল। চতুর্থ মাসে বার দিন পর পর দিবাভাগে বায়ুমাত্র গ্রহণ করিয়া হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। পঞ্চম মাসে এক পায়ে ভর করিয়া হরিধ্যানে প্রবৃত্ত

হইল। তার পর কি হইল জান? ধ্রুব এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সমাধির কোন্ স্তরে আসিয়া পৌঁছিল? তোমরা মন কাহাকে বলে জান না। বড় বড় ঋষিরা দর্শন শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন আমাদের মন শব্দাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রামস্থান। কথাটা বড়ই দুরূহ। ধ্রুব এই বিশ্রাম-স্থান-ভূত মনকে হৃদয় মধ্যে আকর্ষণ করিয়া পরমপুরুষের রূপ ধ্যান করিতে লাগিল,—তখন সেই পঞ্চম বর্ষীয় ক্ষুদ্র বালকের প্রেমাঞ্চিত হৃদয়ের ভক্তি-বল্লরীতে ভাবপুষ্প ফুটিয়া উঠিল।

এইবার ধ্রুবের সংগ্রাম ও পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্র শিশু যখন এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছিল, তখন তাহার পদ-ভরে পৃথিবী সহিত পর্ব্বত, নদী ও সাগরের জল থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া

উঠিল। আবার যখন সে প্রাণ ও প্রাণ-সঞ্চারণ পথ রুদ্ধ করিয়া গোলক বিহারী হরিকে আত্মা হইতে অভিন্নভাবে ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন লোকপাল সহিত জীব-লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। সংসারে প্রলয় উপস্থিত। স্বর্গে দেবতারা ভয়ে অস্থির। এবার বুঝি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ধ্রুব কাড়িয়া লয়। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র মনে করিলেন, এই শিশু হয়ত দেবতা হইবার জন্য তপস্যা করিতেছে, অথবা সে বিষ্ণুর কাছে সুর-রাজ্যের ইন্দ্রত্বই প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! ইন্দ্রকেত এখনই মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিতে হইবে। এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবতারা সকলে মিলিয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহারা

ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া, ধ্রুবের যোগ-ভঙ্গ করিবার জন্য মায়াজাল সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন।

দেবতাদের অপূর্ব্ব মায়া প্রভাবে তখন ধ্রুব দেখিতে পাইল, ঠিক তাহার মায়ের মত এক রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি কাতর স্বরে ধ্রুবকে বলিতে লাগিলেন,—

"বৎস, তুমি আমার একমাত্র হারানিধি। অভাগিণী মায়ের তুমিই সান্ত্বনা! বাবা এই কচি বয়সে আমাকে ছাড়িয়া তুমি এই ভীষণ বনে কেন আসিয়াছ? বাছা, তুমি তপস্যা ছাড়িয়া এখন গৃহে চল। উপযুক্ত বয়সে তুমি পুনরায় যোগসাধনে এখানে আসিও। তুমি আমার কোলের শিশু। এখন ত তোমার ধূলা-খেলা করিবার সময়। আমি তোমার

মা, সৎপুত্র কখনও মায়ের কথা অবহেলা করে না। তোমাকে বার বার বলিতেছি, এ বয়সে কঠিন ধর্ম্ম-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আমি তোমার সম্মুখে এখনি আত্মহত্যা করিব।”

কিন্তু শিশু যোগী তখন একমনে হরির ধ্যানে সমাহিত ছিল, এই মায়া-সুনীতির কাতর ক্রন্দনে তাহার যোগ ভঙ্গ হইল না। তখন সেই মায়া-রূপিণী সুনীতি চীৎকার করিয়া উঠিল,—

“বৎস, ঐ দেখ শত শত ভীষণ রাক্ষস অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তোমাকে বধ করিবার জন্য আসিতেছে, পালাও পালাও—এই বেলা না পালাইলে ঐ যে তাহারা তোমাকে মারিল, হায়, হায়, আমার ধ্রুব বুঝি গেল!”

মায়া-সুনীতি চলিয়া গেল। ধ্যানমগ্ন ধ্রুব এসকল কথা কিছুই শুনিতে পাইল না। আকাশে মেঘের উপর হইতে দেবতারা এ সব

দেখিতেছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন মায়ের ডাকে মাতৃভক্ত ধ্রুবের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে। কিন্তু কই কিছুই ত হইল না।

দেবতারা তখন প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তাঁহারা ত সহজে ছাড়িবেন না। আবার ঐ দেখ ধ্রুবের সম্মুখে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে মায়ারূপী ব্যাঘ্র ও সিংহ আসিয়া উপস্থিত। সিংহটা 'হা' করিয়া ধ্রুবকে খাইতে চায়। ব্যাঘ্রের জিহ্বা রুধির পানের জন্য লক্ লক্ করিতেছে। একটা সাপ ফণা বিস্তার করিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে। ইহাদের ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে বনভূমি নিনাদিত। অন্ধকার বনের ভিতর এমন বিকট ব্যাপার দেখিলে কাহার না প্রাণে ভয় হয়? এই অবস্থায় দৃঢ়চিত্ত যোগী ভিন্ন কে জয়ী হইতে পারে? ক্ষুদ্র ধ্রুব হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাবে একমনে হরিকে ডাকিতেছিল, সে



সংগ্রাম।

Engraved & Printed by K. V. Seyne Bros.

একটুও ভীত হইল না। তাহার যোগাসন একটুও নড়িল না, এবার দেবতারা ধ্রুবের কাছে হার মানিলেন। নিমেষে মায়ার সৃষ্টি কোথায় অন্তর্হিত হইল।

দেবতারা ধ্রুবের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, মানব বংশে ইনি কে? তাঁহারা দেখিলেন, ভক্ত শিশুর দুই নয়নে জল ধারা। সে বনভূমি আলোকিত করিয়া একমনে নয়ন মুদিয়া করযোড়ে হরিকে বলিতেছে,—

"ঠাকুর, এখনও আমাকে দেখা দিবে না? আমি যে তোমাকে না দেখিয়া প্রাণের ভিতর ঘোর বিষাদ অনুভব করিতেছি। দেব, তুমি কোথায়? আমি সংসারের কিছুই চাই না-- পিতৃরাজ্য অথবা পিতৃ-ক্রোড় চাই না, সুখ চাই না, সৌভাগ্য চাই না। হে গোলকবিহারী হরি, আমি শুধু তোমাকে চাই, তুমিই আমার আশ্রয়-স্থল।"

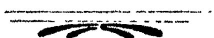
বালকের অচলা ভক্তি লক্ষ্য করিয়া দেবতারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া শ্রীহরির শরণ লইলেন এবং ধ্রুবের উৎকট তপস্যার কথা বলিলেন।

বিশ্বরূপ ভগবান্ সবই জানেন। তিনি একটু হাসিলেন ও দেবগণকে অভয় দিয়া বলিলেন,—

"তোমরা বৃথা ভয় পাইয়াছ। উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব আমাকেই চায়। সে কাহারও শত্রু নয়। সে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব অথবা ধরার রাজত্ব চায় না। তোমরা সকলে যে যাহার স্থানে চলিয়া যাও, আমি এখন আমার ভক্ত শিশুকে দর্শন দিব।

দেবতারা শ্রীহরির মুখে অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন ও নিশ্চিন্ত মনে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ধ্রুব।



বরলাভ।

তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি চাই।
তোমার চরণে প্রভু দেহ মোরে ঠাঞি॥

শেষ।

ছত্রিশ সহস্র বর্ষ রাজ্য কৈল সুখে।
তবে মাতা সহিত চলিল ধ্রুবলোকে॥
আপনার পারিষদ বন্ধুগণ লৈয়া।
উচ্চপদে ধ্রুব তবে রহিলেন গিয়া।

কাশীরাম।

বরলাভ।

ভগবান্ ভক্তের অধীন। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় তিনি কোন কালেই স্থির থাকিতে পারেন না। ধ্রুবের অপূর্ব্ব সংযম ও দৃঢ়-চিত্ততার বিষয় জানিতে পারিয়া বৈকুণ্ঠ-পতি শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতরণ করিবার জন্য গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বিষ্ণুকে পীঠে করিয়া গরুড় নক্ষত্রবেগে মধুবনের দিকে ছুটিয়া আসিল। সহসা সেখানে বসন্তের আবির্ভাব হইল। লতায় লতায় পল্লব ও কুসুম বিকশিত হইল। বিহঙ্গমকুলের কল ধ্বনিতে সমগ্র বনস্থলী মুখরিত হইয়া উঠিল।

কি দিব্য মধুর মূর্ত্তি! সেই গভীর অরণ্যের ঘোর অন্ধকারের আবরণের উপর ধ্রুব দেখিল জ্যোৎস্নার আলোর মত সুন্দর

কিরণমালা গায়ে মাখিয়া কি মনোমোহন পুরুষ! মূর্ত্তিমান্ পদ্মপলাশলোচন হরি আজ ভক্তের নিকট দাঁড়াইয়া! হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—পদ্মের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত, তাঁহার পরিধানে পীত বস্ত্র, গলায় বন-ফুলের মালা, কর্ণে হীরক কুণ্ডল, রাঙ্গা চরণে সোনার নুপূর!

ভগবান্ হরি ধ্রুবের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—

"বৎস, আমি তোমার তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।"

ধ্রুবের কঠোর সাধনা এত দিনে সার্থক হইল। ধ্রুব ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—

"দেব, আমি ক্ষুদ্র শিশু, লেখা পড়া জানি না। আমি কেমন করিয়া তোমার স্তব



ধ্রুবের বিষ্ণুদর্শন।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

করিব ? যদি দয়া করিয়া বর দিবে তবে এই বর দাও, আমি যেন প্রাণ ভরিয়া তোমার স্তব করিতে পারি।”

দয়াময় হরি তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বেদময় শঙ্খ দ্বারা ধ্রুবের কপোল দেশ স্পর্শ করিলেন। সেই ক্ষণে তাঁহার দৈবী বাক্‌শক্তি উৎপন্ন হইল। ধ্রুব তখন ভক্তি সহকারে ভক্ত-বৎসল প্রেমময় হরির স্তব করিতে লাগিল,—

ধ্রুব
স্তব

১

প্রবেশি অন্তরে যেই দেব নারায়ণ
করেন জাগ্রত মম প্রসুপ্ত বচন
কর পদ ইন্দ্রিয়াদি আর মম মন
ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি করেন ধারণ,
তুমি সেই দেব দেব জগতের পতি
ভক্তি ভরে তব পদে করিহে প্রণতি।

২

মায়ারূপ নিজ শক্তি বলে ভগবন্!
মহদাদি যত বস্তু করিয়া সৃজন,
তার অভ্যন্তরে স্থিতি করি' সর্ব্বক্ষণ
এক তুমি সর্ব্ব বিশ্ব করহ ধারণ;
একই অনল, যথা বিভিন্ন ইন্ধন
করিয়া আশ্রয় হয় প্রভিন্ন দর্শন,

তেমনই এক তুমি নিত্য সনাতন
নানা ভাবে নানা রূপে দেহ দরশন !

৩

তব দত্ত জ্ঞানে ব্রহ্মা করেন দর্শন
এ বিশ্বভুবন, যথা নিদ্রোত্থিত জন,
অতএব ওহে নাথ তোমার চরণ
মুক্ত পুরুষেরও হয় সতত শরণ ;
সজীব সকলেন্দ্রিয় জ্ঞানে যেই জন
তব কৃত উপকার করয়ে স্মরণ
ওহে দীনবন্ধু, তব বিমল চরণ
পারে কি ভুলিতে কভু সেই ভক্ত জন ?

৪

নিশ্চয় বিমুগ্ধ-চিত্ত তোমার মায়ায়,
জন্ম মৃত্যু বিমোচন কারণ তোমায়,
অনিত্য সংসারে বদ্ধ যেই জনগণ,
কামাগ্নি ভোগের তরে করয়ে অর্চ্চন ;

তুমি কল্পতরুমূলে করিয়া নিবাস
শবতুল্য দেহ-লভ্য সুখে অভিলাষ
যে সুখের পরিণাম নিরয়ে গমন
করয়ে কামনা তাই মূঢ় জনগণ।

৫

অন্তরে করিলে ধ্যান তোমার চরণ
কিম্বা ভক্ত জন কথা করিয়া শ্রবণ,
যে আনন্দ উপভোগ করে নরগণ,
ব্রহ্ম দরশনেও তা' না পায় কখন।
অন্তকের অসি স্বর্গ করিলে কর্ত্তন
দেবগণেরও যবে হইবে পতন,
কি লাভ সে দেবলোকে করিয়া গমন?
তব পাদপদ্মে মগ্ন রহে যেন মন।

৬

সুবিমলচিত যত মহাজনগণ
তোমার চরণে ভক্তি করে সর্ব্বক্ষণ,

তাঁহাদের সঙ্গলাভ করি' নারায়ণ !
তব গুণ কথামৃত পানে মত্ত মন,
অনায়াসে হ'ব পার অতি সুদুস্তর
বিপদ-সঙ্কুল ঘোর সংসার সাগর।

৭

ওহে পদ্মনাভ, তব কমল-চরণ-
সুগন্ধি যাঁদের মন করে আকর্ষণ,
যাহাদের ভাগ্যবশে হয় সংঘটন
সেই সাধুসঙ্গ, তারা না করে স্মরণ
অতি প্রিয় এই মর্ত্ত্য-দেহ নারায়ণ !
আর তার অনুবর্ত্তী ভোগসুখ ধন
দারা-সুত গৃহ বিত্ত প্রিয় বন্ধুগণ।

৮

যে বিরাট মূর্ত্তি তব ব্যাপ্ত ত্রিভুবন,
পশু পক্ষী সরীসৃপ আদি জীবগণ

দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য নরনারীগণ
পর্ব্বত কন্দর আদি করয়ে ধারণ,
মহদাদি নানা বস্তু যাহার কারণ,
সদসৎ এই দুই যা'র বিশেষণ,
কেবল বিদিত আছি তব সেইরূপ,
কি জানিব বাক্যাতীত ঈশ্বর স্বরূপ।

৯

কল্পান্তে অনন্ত নাগে করিয়া সহায়
যোগনিদ্রা যান যিনি অনন্ত শয্যায়
আপনার প্রতি মাত্র করিয়া দর্শন
নিখিল জগৎ করি জঠরে ধারণ
যাঁর নাভিকমলেতে আবির্ভূত হন
অতি তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মা সৃজন কারণ,
পরম পুরুষ সেই চরণ-কমল
বন্দন করিয়া করি জনম সফল।

১০

তোমাতে স্বপ্নাদি ভাব হয় দৃশ্যমান,
তবু প্রভো, তুমি, জীব কত ব্যবধান,
তুমি নিত্যমুক্ত, জীব বদ্ধ চিরদিন,
তুমি পরিশুদ্ধ, জীব নিতান্ত মলিন,
তুমিহে সর্ব্বজ্ঞ, জীব অজ্ঞ অতিশয়,
তুমি পরমাত্মা, জীব জড়ভাবময়,
তুমিহে কূটস্থ সর্ব্ব বিকার রহিত
নানা রূপ-ধর, জীব সতত বিকৃত,
তুমি আদিপুরুষ হে, জীব আদিমান্,
ষড়ৈশ্বর্য্যহীন জীব, তুমি ভগবান্,
তুমি সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণ অতীত,
জীব সদা সেই গুণত্রয়ের আশ্রিত,
অখণ্ডিত চিৎশক্তি বলে ভগবন্,
বুদ্ধির অবস্থা সদা করিছ দর্শন,

তবুও জগৎ সব করিছ পালন
যজ্ঞ অধিষ্ঠাতা বিষ্ণুরূপে নারায়ণ।

১১

যাঁহা হ'তে উদ্ভাবিত হয় নিরন্তর
সকল বিদ্যাদি, যা'র গতি পরস্পর
বিরুদ্ধ, যাদের শক্তি বিবিধ প্রকার,
তিনিই অনাদি পরব্রহ্ম অবিকার,
পরম আনন্দময় অখণ্ড অপাব,
যিনি করেছেন এই বিশ্বের সৃজন
লইলাম আজি আমি তাঁহার শরণ।

১২

পরম আনন্দ রূপ তুমি ভগবন্,
যাহারা নিষ্কাম ভাবে করয়ে ভজন,
তাহাদের কাছে তব চরণ কমল
রাজ্যাদি হইতে পরমার্থ সুবিমল;
প্রভু দীনবন্ধু তব করুণা অপার,

নিজগুণে অজ্ঞ জনে ভবে কর পার,
অজ্ঞ বৎসে ধেনু যথা করয়ে পালন,
বৃকাদি হইতে রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণ।

ভগবান্ শ্রীহরি ধ্রুবের স্তবে প্রীত হইয়া বলিলেন,—

"বৎস, আমি তোমার হৃদয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার কামনা ফলপ্রদ হওয়া কঠিন হইলেও আমি তাহা সিদ্ধ করিলাম। তোমার জীবন মঙ্গলযুক্ত হউক। তোমাকে যে সমুন্নত পদ প্রদান করিতেছি, তাহা কখনই ভ্রষ্ট হইবে না। তুমি আমার অনুগ্রহে সকল গ্রহ ও তারার প্রধান এবং সংসারে যাবতীয় জীব জন্তুর লক্ষ্য হইবে। সপ্তর্ষি মণ্ডলের উপরে আমি তোমার স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। তোমার পুণ্যশীলা জননী সুনীতিও সেই স্থানে নক্ষত্র হইয়া তোমার

সহিত বাস করিবেন। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তোমার পুণ্য নামানুসারে সেই স্থান **ধ্রুবলোক** নামে পরিচিত হইবে! ধ্রুব, সম্প্রতি তোমার পিতা তোমাকে পৃথিবী দান করিয়া বনে গমন করিবেন, তুমি সাবধান হইয়া ছত্রিশ হাজার বৎসর সেই রাজ্য রক্ষা করিবে।" এই বলিয়া দয়াময় হরি অন্তর্হিত হইলেন।

ধ্রুব মনের আনন্দে রাজবাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

শেষ।

পঞ্চম বর্ষীয় বালকের বন-গমনের বিষয় শুনিয়া রাজা উত্তানপাদ কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিতে না পারিয়া প্রাণের ভিতর গভীর আত্মগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন। অধর্ম্মকে আশ্রয় করিলে এক দিন যে নিজ পাপানুষ্ঠানের কথা মনে করিয়া বিজ্ঞ মানবের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইবে ইহা স্বাভাবিক। আজ দুর্ব্বল চিত্ত স্ত্রৈণ রাজারও সেই অবস্থা হইল। রাজা শোকে ও অনুতাপে ম্রিয়মান হইয়া মনে মনে বলিলেন,—

"অহো, আমি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি। আমার প্রিয় পুত্র ধ্রুব স্নেহ বশতঃ আমার কোলে উঠিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু সুরুচির ভয়ে আমি তাহাকে আদর

করি নাই। এখন সে কোথায়? সেই ক্ষুদ্র বালক ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে কি?"

ধ্রুব ও ধ্রুব-জননীর অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজা পাগলের মত হইলেন।

এমন সময় এক দিন রাজা উত্তানপাদ সংবাদ পাইলেন যে, ধ্রুব দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। প্রথমে রাজা এ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে বিশ্বস্ত দূত মুখে যখন এই কথা শুনিলেন তখন তিনি আনন্দিত হইয়া সংবাদ-দাতাকে বহুমূল্য হার পুরস্কার দিলেন। ধ্রুবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজবাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

সোনার রথে চড়িয়া রাজা উত্তানপাদ ধ্রুব দর্শনে চলিলেন। রাজকুমার ধ্রুবকে

দেখিতে শত সহস্র লোক রাজার অনুগমন করিলেন।

ধ্রুবের মঙ্গলের জন্য হোমানল প্রজ্বলিত হইল এবং ব্রাহ্মণেরা বেদ-পাঠ-নিরত হইলেন। চারিদিকে শঙ্খ, দুন্দুভি ও বেণুর মঙ্গলধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। আনন্দ কোলাহলের ভিতর রাজা পুত্র সন্দর্শনে চলিয়াছেন। সুনীতি, সুরুচি ও উত্তম রত্ন-খচিত শিবিকারোহণে রাজার সঙ্গে চলিলেন।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাজা দেখিলেন যে, ধ্রুব নগরের নিকটবর্ত্তী উপবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্নেহ-বিহ্বল রাজা শশব্যস্তে রথ হইতে নামিয়া ধ্রুবের নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং বাহুদ্বারা তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আজ উত্তানপাদের সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া গেল, নারায়ণের চরণ-স্পর্শ জন্য সর্ব্ববিধ পাপমুক্ত

পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার জীবন ধন্য হইল। তিনি প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া পুনঃ পুনঃ ধ্রুবের মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল চক্ষু হইতে দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ধ্রুব প্রথমে পিতৃচরণ বন্দনা করিয়া মাতৃদ্বয়কে প্রণাম করিল। বিমাতা সুরুচি সস্নেহে ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া 'দীর্ঘ-জীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধর্ম্মপথে বিচরণ করিলে তোমরা দেখিবে যে, যাঁহার প্রতি পরম পুরুষ ভগবান্ প্রসন্ন হন, সর্ব্বজীব হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া আপনা আপনি তাঁহার নিকট অবনত হয়।

উত্তম ও ধ্রুব দুই ভাই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল।

ঐ দেখ ধ্রুব-জননী সুনীতি প্রিয়তম পুত্রের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

তিনি হারানিধিকে বুকের ভিতর জড়াইয়া সর্ব্ব দুঃখ ভুলিলেন, তাঁহার প্রাণ অপূর্ব্ব স্নেহরসে সিঞ্চিত হইল।

উপস্থিত জনগণ ধ্রুব-জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—

"রাজ্ঞি, আপনার তপস্যা ও ভাগ্যবলে নিরুদ্দেশ পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইনিই পৃথিবী পালক রাজা হইবেন।"

কত লোকে এই রূপ কত কথা বলিতে লাগিল।

রাজা উত্তানপাদ ধ্রুব ও উত্তমকে হাতীর পীঠে চড়াইয়া আনন্দ-মনে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজ্যের যত লোক স্তুতিবাদ করিতে করিতে রাজপরিবারের অনুগমন করিল।

এদিকে রাজপুত্র ধ্রুবকে রাজোচিত

অভ্যর্থনা করিবার জন্য নগরীতে বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল। প্রতিগৃহের দ্বারদেশ মকর-মুখ-তোরণে সুসজ্জিত হইল। সারি সারি কদলী-স্তম্ভ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুপারি বৃক্ষ, আম্র-পল্লব, রেশমের জয়-পতাকা চারি দিকে শোভা পাইতে লাগিল। জলপূর্ণ মঙ্গল কলসোপরি অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইল। রাজপথ, প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ সকল চন্দন জলে অভিষিক্ত হইল। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত তোরণের ভিতর দিয়া ধ্রুবের রথ নগরে প্রবেশ করিল। রাজপথের উভয় দিক হইতে পুরনারীগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া শ্বেত সর্ষপ, আতপ তণ্ডুল, দধি, দুর্ব্বা, জল ও ফুল ধ্রুবের মস্তকোপরি ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন।

ধ্রুব প্রজাপুঞ্জের মুখে গুণ গান শুনিতে

শুনিতে রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই হইতে ধ্রুব রাজপুরীতে সুখে বাস করিতে লাগিল।

রাজর্ষি উত্তানপাদ ক্রমে ধ্রুবের অলৌকিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং শুভ দিনে মহাসমারোহে ধ্রুবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ধ্রুবকে দর্শন করিয়া প্রজাকুল নিজ নিজ জীবন ধন্য বলিয়া মনে করিল।

বৃদ্ধ রাজা উত্তানপাদ আপনার জরা উপস্থিত দেখিয়া পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

* * * * *

* * * * *

এইখানেই ধ্রুব-কথা শেষ হইল। নির্দ্দিষ্ট কাল প্রজাপালন করিয়া ধ্রুব ধ্রুবলোকে চলিয়া

গেল। ধ্রুব আজিও নক্ষত্র হইয়া জননী সুনীতির সহিত তথায় আছে। সপ্তর্ষি মণ্ডলের উত্তর দিকে যে উজ্জ্বল তারকা দেখিতে পাও উহারই নাম ধ্রুব। আকাশের অনেক নক্ষত্রই ব্যোমপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ধ্রুব নক্ষত্র অনন্তকাল হইতে এক স্থানেই আছে, সে অন্য নক্ষত্রের মত নড়ে না। এই কারণেই দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে নাবিকদের নিকট ধ্রুব নক্ষত্রের বড় আদর ছিল। তখন অন্ধকার রজনীতে ধ্রুব নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া নাবিকেরা অকুল সাগর পার হইত।

* * * * *

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট।

ধ্রুব তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

ধ্রুব কথা শেষ হইল। এই ক্ষণ ধ্রুব-চরিত্র ও তত্ত্বের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। ধ্রুব শাস্ত্রকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ধ্রুব-মাহাত্ম্য পুরাণকারদের তুলিকা সংস্পর্শে কোথায় কিরূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে পাঠককে ধ্রুবের দৃঢ় নিষ্ঠা ও সারল্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধ্রুবের বিশেষত্ব এই যে, তাহার অনাবিল চরিত্রে মানব-হৃদয়ের সকল সদ্‌গুণই পূর্ণ মাত্রায় এবং যথাযথ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ধ্রুব ক্ষুদ্র বালক হইলেও তাহার হৃদয় ও মন সতত সংযত ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-চালিত।

ধ্রুব

ক্ষুদ্র শিশুর ছয় মাসের কঠোর তপস্যা, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা, সর্ব্বাপেক্ষা ঘোর অরণ্যানীর ভিতর প্রলোভন প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম, সহস্র বৎসর পর আজিও সেই বিষয়গুলি ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়। আর একটি কথা এই ধ্রুব যে দীর্ঘ কালব্যাপী কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিল, অন্তর্দৃষ্টিতে তাহার দুই অংশ পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য, নিয়মিতাহার প্রভৃতি দ্বারা দেহশুদ্ধি ও দেবভক্তি দ্বারা পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরির সাক্ষাৎলাভ। ধ্রুবের জীবনে দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই ঘটনায় ধ্রুবের সমস্ত শক্তি-পূর্ণ প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়াছিল। পিতার অনাদর ও দেবর্ষি নারদের নিকট ব্রহ্ম মন্ত্র লাভ এই দুইটি ঘটনা ধ্রুবের ধর্ম্ম জীবনকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল।

ধ্রুব

রাজা উত্তানপাদের দুই বিবাহ ব্যাপার কেহ কেহ নৈতিক জীবনের সহিত ভোগ বিলাসের ভীষণ সংগ্রাম রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন আপাতমধুর সুরুচি বা ভোগ বিলাসের দিকে মানবের মন আকৃষ্ট হয়, সুনীতি বা ধর্ম্মের দিকে তখন তাঁহার অনাদর ও উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হয়। উত্তানপাদ রাজা মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুরুচিকে আপন করিয়া লইলেন। সুনীতি বা ধর্ম্মের সাত্বিক প্রভাব তখন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারিল না। **ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম ও তাহার ফলে সত্যপ্রতিষ্ঠা ইহাই ধ্রুব চরিত্রের মূল তথ্য।** ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে অধর্ম্মের নাশ হয়, ধ্রুবের সহিত অধ্রুব বা অনিত্যের যে অহরহ যুদ্ধ চলিতেছে ইহাই

দেখাইবার জন্য আমাদের আর্য্য ঋষিগণ ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও আরও শত শত শান্ত ও সত্য-প্রতিজ্ঞ বীরবালকের পুণ্য কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। অপর পক্ষে অনন্ত কালস্থায়ী ধ্রুবকে মহাজ্যোতিষ্করূপে বৈজ্ঞানিকগণের পরিকল্পনা ধ্রুব বা নিত্যের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি-মিশ্রিত শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করিতেছে। কাহারও মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ধ্রুব নামে কোনও বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত প্রথমে আকাশ পথে ধ্রুব নক্ষত্রের আবিষ্কার করেন। সেই হইতেই সম্ভবতঃ আবিষ্কর্ত্তার নামে ধ্রুব নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। কল্পনার সাহায্যে এই দেব চরিত্রের আর অধিক বিশ্লেষণ করা সুসঙ্গত নয় মনে করিয়া এই খানে এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

ধ্রুব
চরিত

মধুবনে
ধ্রুব
কর্ত্তৃক
শ্রীহরির স্তব।

১।

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিল শক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণ শ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যং।

২।

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষং।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষ-স্তদ সদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসু বদ্বিভাসি॥

৩।

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্ত প্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎ প্রপন্নঃ।
তস্যাপবর্গ্য শরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্য্যতে কৃতবিদা কথমার্ত্তবন্ধো॥

৪।

নূনং বিমুষ্ট মতয়স্তব মায়য়া
তে যে ত্বাং ভবাপায় বিমোক্ষণমন্তহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপ ভোগ্যমিচ্ছন্তি
যৎস্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাং ॥

৫।

যানির্বৃত্তিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জন কথা শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥

৬।

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাং।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরু ব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণ কথামৃত-পানমত্তঃ ॥

৭।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যাং
যে চান্বদঃ সুত-সুহৃদ্ গৃহবিত্তদারাঃ।
যেত্বজনাভ ভবদীয় পদারবিন্দ
সৌগন্ধ্যলুব্ধ হৃদয়েষু কৃত প্রসঙ্গাঃ ॥

৮।

তির্যাঙ্ নগ দ্বিজ সরীসৃপ দেব দৈত্য
মর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং, সদসদ্বিশেষং।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ॥

৯।

কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্নন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চন লোক পদ্ম গর্ভে
দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোস্মি তস্মৈ॥

১০।

ত্বং নিত্যমুক্ত পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ আত্মা কূটস্থ
আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা দ্রষ্টা
স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে॥

১১।

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়োহ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধ শক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥

১২।

সত্যাশিষোহি ভগবংস্তব পাদপদ্ম মাশীষ

স্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।

অপোবমর্ঘ্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্

বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহ কাতরোস্মান্॥